চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

[রাজস্ব নীতির ভারসাম্য দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ তৈরি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও এ বৃদ্ধির হার শ্লথ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের অঙ্ক দাঁড়ায় ১,০৯,১৫১.৩১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.২৩ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯৫,০৫৮.৯৯ কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে কর রাজস্ব সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও পূর্ববর্তী ২০১১-১২ অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় ১৪.৮২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ ৪.৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায় ৫,৪৪৯.০১ কোটি টাকা বা ৮.৬৬ শতাংশ বেশি। সরকারি ব্যয় জিডিপির অংশ হিসেবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ ও সম্পদ ব্যবহারে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯৬ শতাংশ- যা দুই যুগ সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৯৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় সামান্য বেশী। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত এডিপি ব্যবহারের হার বরাদ্দের ৫৫ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা বর্তমানে এডিপির বৃহৎ অংশের অর্থায়ন করা হচ্ছে। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদে দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১২-১৩ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে । সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বাজেট ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপির ৫ শতাংশের নীচে রাখা সম্ভব হয়েছে।]

রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সরকারি রাজস্বের মূল উপাদান কর ও কর-বহির্ভূত উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকার পরিচালনার নিয়মিত ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনাসহ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করা হয় । রাজস্ব নীতির আওতায় (ক) রাজস্ব সংগ্রহের প্রাক্কলন তৈরি, (খ) ব্যয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং(গ) সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ সরকারের আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমানে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বান্ধব, উৎপাদনশীল,কর্মসংস্থানমুখী ও দারিদ্র নিরসনমুখী পরিবেশ সৃজনে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

কর রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত অর্থই সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। রাজস্ব গঠিত হয় প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে এবং এ খাত থেকে সরকারের মোট আয়ের সিংহভাগ (৮০ শতাংশের বেশি) সংগৃহীত হয়। কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাতের আদায় (ফি, মাসুল,ইত্যাদি) থেকে অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয়। বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/ পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে আমাদের দেশে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৯.৩ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১.৬ শতাংশে উন্নীত হয়। রাজস্ব আদায়ের এ ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও বৃদ্ধির গতি শ্লথ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.০৮ শতাংশে পৌঁছবে মর্মে প্রাক্কলন করা হলেও অর্থবছরের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর

সময়ে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। বিগত এক দশকেরকর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.১ এ দেখানো হলঃ

সারণি ৪.১: রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
মোট রাজস্ব	৪৪৮৬৮	৪৯৪৭২	৬০৫৩৯	৬৯১৮০	৭৯৪৮৪	৯৫১৮৮	১১৭০৩৩	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১
কর রাজস্ব	৩৬১৭৫	৩৯২৪৭	৪৮০১২	৫৫৫২৬	৬৩৯৫৬	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১২২৫৯	১৩০১৭৫
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৮৬৯৩	১০২২৫	১২৫২৭	১৩৬৫৪	১৫৫২৮	১৬১৩৫	২২২৭৯	২৭৪১১	২৬৪৯৩
	স্থুল দেশজ উৎপাদ(জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
মোট রাজস্ব	৯.৩	৯.০	৯.৬	৯.৮	১০.০	১০.৪	১০.৯	১১.৬	১১.৬
কর রাজস্ব	৭.৫	৭.১	৭.৬	৭.৯	৮.০	৮.৬	৯.১	৯.৭	৯.৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৮	১.৯	২.০	১.৯	১.৯	১.৮	১.৮	১.৯	২.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ এ দেয়া হল।

বক্স ৪.১: ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

➢ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা ২,২০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১,৮০,০০০ টাকা। একইভাবে মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ উর্ধ্ব বয়সের) এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য বিদ্যমান পৃথক করমুক্ত আয় সীমা ২,০০,০০০ টাকা এবং ২,৫০,০০০ হতে বাড়িয়ে যথাক্রমে ২,৮০,০০০ টাকা এবং ৩,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিঃ কোম্পানির করহার ৩৭.৫ শতাংশ এবং ২৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে করহার ৪৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির করহার ৪৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল কোম্পানির ক্ষেত্রে করহার ৪৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার আয়কর রেয়াতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সীমা ১ (এক) কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১.৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কোম্পানি শ্রেণির করদাতাগণ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) খাতে সর্বোচ্চ ৮(আট) কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ বিনিয়োগ বা অনুদান প্রদান করলে ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পাবেন।
- ভূমি হুকুম দখলের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৬ শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।
- বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ বিদেশে পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত থেকে বিদেশে প্রাপ্ত ভাড়ার ওপর ৩ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন এবং উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।
- রপ্তানিকারকদের সহায়তা করার লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকির ওপর কর কর্তনের বিধান বাতিল করা হয়েছে।
- আয়কর আইন সহজীকরণের লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তনের বিধান সম্বলিত ৮ম তফসিল সংযোজন করা হয়েছে।
- ব্যক্তি করদাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ব্যবসায়ী করদাতা কর্তৃক প্রদর্শিত মূলধনের ২৫ শতাংশ আয় প্রদর্শনপূর্বক কর পরিশোধ করলে প্রদর্শিত মূলধন বিনা প্রশ্নে গ্রহণের বিধান করা হয়েছে।
- করদাতাদের সুবিধার্থে কর কমিশনারদের রিভিশন ক্ষমতা প্রদানের জন্য আয়কর অধ্যাদেশের ১২১-এ ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে।

➢ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক ১০ শতাংশ কর প্রদানের বিধান এবং একই সাথে ওয়েভার প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
- আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজউক, আরডিএ, সিডিএ, কেডিএ কর্তৃক গৃহসম্পত্তির নকশা অনুমোদনের পূর্বে টিআইএন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন। এই সাথে ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে টিআইএন দাখিল বাধ্যতমূলক করা হয়েছে।
- টিআইএন বরাদ্দের ক্ষেত্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন করদাতাদের জন্য টিআইএন ইস্যুর সময় এক হাজার টাকা অগ্রিম কর জমার বিধান তুলে নেয়া হয়েছে।
- সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশী সফট্ওয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য ৫০ শতাংশ অবচয়ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।
- সবার জন্য আবাসন এবং ঢাকা শহরের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে সকল সিটি কর্পোরেশন, সকল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা, নারায়নগঞ্জ সদর, গাজীপুর সদর এবং টঙ্গী উপজেলা ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত পৌরসভা এলাকা ব্যতীত দেশের যে কোন এলাকায় ০৭/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ মেয়াদে ১০টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট পাঁচ তলা বা তদূর্ধ্ব ইমারত হতে উদ্ভুত আয় করমুক্ত করা হয়েছে।
- পেনশনার'স সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা আয়কর মুক্ত করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ ক্রয়ের উপর আয়কর রেয়াতের বিধান করা হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক জমির মূল্য পুনর্নির্ধারণের প্রেক্ষিতে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র করদাতাদের সুবিধার্থে পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিধান করা হয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন/ফিটনেস নবায়নের সময় সিসি'র ভিত্তিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভাড়ায় ব্যবহৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্রাক, মালবাহী বাস, যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌ-যান, কার্গো, কোস্টার, ডাম্পবার্জ ইত্যাদির ওপর বিদ্যমান অনুমিত আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
- ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১২ সময়ে নতুন স্থাপিত কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এলাকাভেদে পাঁচ হতে সাত বছর পর্যন্ত হ্রাসকৃত হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ খাতে নতুন বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিকে কর অব্যাহতি সুবিধা পেতে হলে জুন, ২০১২ এর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করার বিধান করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে করদাতাদের সুবিধার্থে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগের বৃহৎ করদাতা ইউনিটে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন গ্রহণ করা হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে সকল কর অঞ্চলে বিস্তৃত হবে।

➢ **শুল্ক ব্যবস্থা:**

- চার স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হলেও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক হার ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ করায় পরিবর্তিত কাঠামোটি দাঁড়িয়েছে ০, ৫, ১০ ও ২৫ শতাংশ বিশিষ্ট। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ৩ শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।
- নয় স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন করে দশ স্তর বিশিষ্ট কাঠামো (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০%, ৫০০%) প্রবর্তন করা হয়েছে। ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের একটি নতুন স্তর কার্যকর করা হয়েছে। তাছাড়া, পূর্বের মতোই ২৫০, ৩৫০ ও ৫০০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক স্তর বিলাসবহুল ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর পণ্য সামগ্রির আমদানি (যেমন- সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্য, ২০০০ সিসির বেশি ক্ষমতার গাড়ি) নিরূৎসাহিত করার জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- অপ্রক্রিয়াজাত চিনি (raw sugar) ও প্রক্রিয়াজাত চিনি (finished sugar) এর প্রতি মেট্রিক টনের উপর প্রযোজ্য নির্দিষ্ট শুল্ক হারযথাক্রমে ১,৫০০.০০ টাকা এবং ৩,০০০.০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- Meltable Scrapএর টন প্রতি Specific duty ১,৫০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হলেও MS Billet/Ingot এর টন প্রতি নির্দিষ্ট শুল্ক পূর্বের ২,৫০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। Silver bullion এবং Gold bullionএর ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রামের specific rate of dutyযথাক্রমে ৬ টাকা এবং ১৫০ টাকা অপরিবর্তিত রয়েছে।
- সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য (finished goods) ও বিলাস দ্রব্য luxury goods)এর ওপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আরো ১(এক) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এনার্জি সেভিং ল্যাম্প যাতে বাংলাদেশে প্রস্তুত হয় সেজন্য এ জাতীয় বাল্বের সকল প্রকার যন্ত্রাংশ (parts) থেকে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- সৌরশক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেলের ওপর সম্পূর্ণরূপে শুল্ক কর মওকুফ করা হয়েছে।

- মূলধনী যন্ত্রপাতিকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে।
- নতুন গাড়ি ও যানবাহনের শুল্ক-কর আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা হয়েছে।
- পুরাতন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবচয় সুবিধা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।
- গ্লাস, সিরামিক, স্টীল মেল্টিং, মুদ্রণ, অপটিক্যাল ফাইবারসহ বেশ কিছু দেশীয় শিল্পের কাঁচামালসহ ৫০টির বেশী পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসারে এ খাতের উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। পাশাপাশি এ শিল্পের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ DWT পর্যন্ত জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- গবাদি পশু এবং পোল্ট্রি শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে।
- শুল্ক কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (Pre-Shipment Inspection) ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে।
- বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ব্যাগেজ বিধিমালা অধিকতর সহজীকরণ করা হয়েছে।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান যুগোপযোগী করা হয়েছে।

➢ **মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা**

❖ **মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সরলীকরণ**

- (ক) এস. এম. ই খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মূসক প্রদানের সীমা বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৩ শতাংশ হারে কর প্রদান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে; (খ) আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য মূসক আইনের ধারা ৯ (১) (ঞ) সংযোজন করা হয়েছে; (গ) সংকুচিত ভিত্তিমূল্যকে যুগোপযোগী করার জন্য সংকুচিত ভিত্তিমূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে পরিবর্তন আনা হয়েছে; (ঘ) আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম মূসক আদায় সহজীকরণ করতে ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক বিধিমালা জারী করা হয়েছে; (ঙ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন ও বিধিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে; (চ) মূল্য সংযোজন করা আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ ও ধারা ৫৫ এর মধ্যকার বর্তমান সংশয় দূর করা ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা কমিয়ে আনার জন্য ধারা দু'টিকে বাস্তবসম্মত ও ব্যবসাবান্ধব করা হয়েছে; (ছ) উৎসে মূসক কর্তন/আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ করে সাধারণ আদেশ জারী করা হয়েছে; এবং (জ) পণ্যের মূল্য ঘোষণা ও রেয়াত গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান সহজীকরণ করা হয়েছে।

❖ **মূসক অব্যাহতি প্রদান**

- (ক) Sterile surgical catgut (আমদানি পর্যায়ে), (খ) Streptokinase (আমদানি পর্যায়ে), (গ) Insulin pen (আমদানি পর্যায়ে), (ঘ) Other yarn, Single of viscos rayon, untinated or with a twist not exceeding 120 turns per metre(ঙ) waste paper(নিউজ প্রিন্ট উৎপাদনের জন্য) (আমদানি পর্যায়ে), (চ) ভ্যাকসিনস ফর হিউম্যান মেডিসিন, ভ্যাকসিনস ফর ভেটেরিনারি মেডিসিন, সকল প্রকার জন্ম নিরোধক ও ইনসুলিন (উৎপাদন পর্যায়ে), (ছ) অপরিশোধিত ও পরিশোধিত সয়াবিন, অপরিশোধিত পাম ও সূর্যমুখী তেল (রেয়াতি হারে) (আমদানি পর্যায়ে), (জ) ইউএসজি এপ্লিকেটর, ধান, গম, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র (থ্রেসার মেশিন) (উৎপাদন পর্যায়ে), (ঝ) প্লাস্টিকের জুতা ও রাবারের হাওয়াই চপ্পল জোড়া প্রতি ১২০ টাকা মূল্য সীমা (উৎপাদন পর্যায়ে), (ঞ) রাবার গাছ হতে নিঃসৃত তরল (লেটেক্স) (উৎপাদন পর্যায়ে), (ট) চালের কুড়া হতে উৎপাদিত তেল (উৎপাদন পর্যায়ে), (ঠ) জৈব সার (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে), (ড) পণ্যের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত অথবা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা (উৎসে কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতিত) (সেবা পর্যায়ে), (ঢ) স্থান ও স্থাপনার ভাড়া গ্রহণকারী (উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে, (ন) waste paper ও তুলা (যোগানদার সেবা প্রদান পর্যায়ে), (প) মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (সেবা প্রদান পর্যায়ে), (ফ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের লাইসেন্সের শর্ত হিসেবে প্রদেয় রেভিনিউ শেয়ারিং এর ওপর মূসক।

❖ **কর আপাতন হ্রাসকরণ**

- (ক) জিপি ও সিআই শীটের ট্যারিফ মূল্য কমানো হয়েছে, (খ) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবার ক্ষেত্রে মূসক এর হ্রাসকৃত হার ৪.৫০ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে, (গ) স্পন্সরশীপ সেবা ও মেডিটেশন সেবার ক্ষেত্রে মূসক এর হ্রাসকৃত হার ৭.৫০ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে; এবং (ঘ) মোবাইল অপারেটরদের 3G লাইসেন্স ফি এর মূসক দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হয়েছে।

❖ **মূসকের পরিধি বৃদ্ধি**

- (ক) কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান ও সুপারভাইজারি ফার্ম, (খ) নিরীক্ষা ও হিসাব প্রতিষ্ঠান, (গ) সিকিউরিটি সার্ভিস, (ঘ) আইন পরামর্শক, (ঙ) যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী, (চ) ভবন, মেঝে ও অঙ্গন পরিস্কার/রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা, (ছ) অনুষ্ঠান আয়োজক, (জ) মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নীট মূসক এর হার ৪.৫ শতাংশ এর স্থলে ১.৫ শতাংশ ধার্য, এবং (ঝ) নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা এর নীট মূসক এর হার ৩ শতাংশের স্থলে ৪ শতাংশ ও আসবাবপত্রের বিপণন (শো-রুম) এর নীট মূসক এর হার ৩ শতাংশের স্থলে ৪ শতাংশ ধার্যকরণ।

❖ **মূসক এর ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস**

- মশলা, টমেটো, ব্যানানা পাল্প, আম, আনারস, পেয়ারার জুস এবং ইট এর ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- তামাক জাতীয় পণ্য ও সিগারেটের মূল্যস্তর বৃদ্ধি।
- যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরী ছিদ্র বিশিষ্ট পরিবেশ বান্ধব ইটের ট্যারিফ মূল্য হ্রাস করা হয়েছে।
- মুঠোফোনের সিম ট্যাক্স ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।

মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার

- আমদানিকৃত ফুল, ফল ও নিউজপ্রিন্টের ওপর মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

❖ **সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস**

- (ক) বিড়ির সম্পুরক শুল্ক হার বৃদ্ধি, (খ) ফেয়ারনেস ক্রিম ও সিনেমা হল থেকে সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহার, (গ) সিরামিকসের তৈরি বাথ টাব, সিঙ্ক, বেসিন, প্যাডস্টাল কমোড ইত্যাদির ওপর থেকে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে, এবং (ঘ) কোমল পানীয়ের সম্পূরক শুল্ক হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ১,৩৬,০৯০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছরের শুরুর কিছু সময় পর থেকেই রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট সহিংস কর্মকান্ডের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয় এবং রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায় ৫,৪৪৯.০১ কোটি টাকা অর্থ্যাৎ ৮.৬৬ শতাংশ বেশি হয়েছে। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১,১২,২৫৯ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রকোপ পরবর্তী পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের যে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল তা অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থবছরের শুরু থেকেই কিছুটা চাপের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে অর্থবছরে আমদানি খাতে ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধির প্রভাবে শুল্ক আদায় তুলনামুলকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হয়। প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৯,১৫১.৩১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.২৩ শতাংশ হলেও পূর্ববর্তী ২০১১-১২ অর্থবছরের আদায়ের তুলনায় ১৪.৮২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯৫,১৭১.৭০ কোটি টাকা, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ১৫,৭৬৮.৫৯ কোটি টাকা বেশি, এক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৯.৮৬ শতাংশ। সারণি ৪.২- এ চলতি অর্থবছরসহ গত তিন অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলঃ

সারণি ৪.২: খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১০-১১ (মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)	২০১১-১২ (মার্চ ২০১২ পর্যন্ত)	২০১২-১৩ (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত)	২০১৩-১৪ (মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত)
আমদানি শুল্ক	৮০৭৮.৮১	৯২৩১.৪৪	৯০৩৪০২৪	৯৬৪৬.২৮
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	৮৮০১.১৯	৯৪৮৩.০৩	১০৬১৯.৩৩	১০৯৩৬.০৯
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	২৮৪১.২৩	৩০৯৬.০৫	৩২৮৭.৪৭	৩০৬৫.৮৬
রপ্তানি শুল্ক	২৫.১৭	২৬.৩৮	২৯.৩৯	২২.৫৭
উপ মোট	**১৯৭৪৬.৪০**	**২১৮৩৬.৯**	**২৩৫৭০.৪৩**	**২৩৬৭০.৮০**
আবগারী শুল্ক	৩৯৬.১৪	৬০২.৫৫	৬৮৮.৭৪	৭৭২.৬৬
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	১২৩৪১.৫৯	১৪৮৪১.৬৫	১৭৪৬২.৫০	১৯৫৩০.৮৬
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৭০২৬.৫৬	৮২৫৭.৯৩	৮৫৩৮.৩২	৯৭৮৫.৩২
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	২.২৭	২.৩৭	২.২৫	৩.১৭
উপ মোট	**১৯৭৬৬.৫৬**	**২৩৭০৪.৫০**	**২৬৬৯১.৮১**	**৩০০৯২.০১**
পরোক্ষ করের মোট	**৩৯৫১২.৯৬**	**৪৫,৪৫১.৪০**	**৫০২৬২.২৪**	**৫৩৭৬২.৮১**
আয়কর	১৩২২২.৫৮	১৬৯৭৭.০৯	২২৫২২.১০	২৫০৫১.১১
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৩০৮.৩০	৩৩৯.২৯	৪৩৩.০৩	৪৩৭.৩৩
প্রত্যক্ষ করের মোট	**১৩৫৩০.৮৮**	**১৭৩১৬.৩৮**	**২২৯৫৫.১৫**	**২৫৪৮৮.৪৪**
সর্বমোট	**৫৩০৪৩.৮৪**	**৬২৮৫৭.৭৮**	**৭৩২১৭.৩৯**	**৭৯২৫১.২৫**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

নিম্নের লেখচিত্রে চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের হার তুলে ধরা হলঃ

লেখচিত্র ৪.১: রাজস্ব আদায়ে খাতভিত্তিক অবদান (জুলাই-মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত)

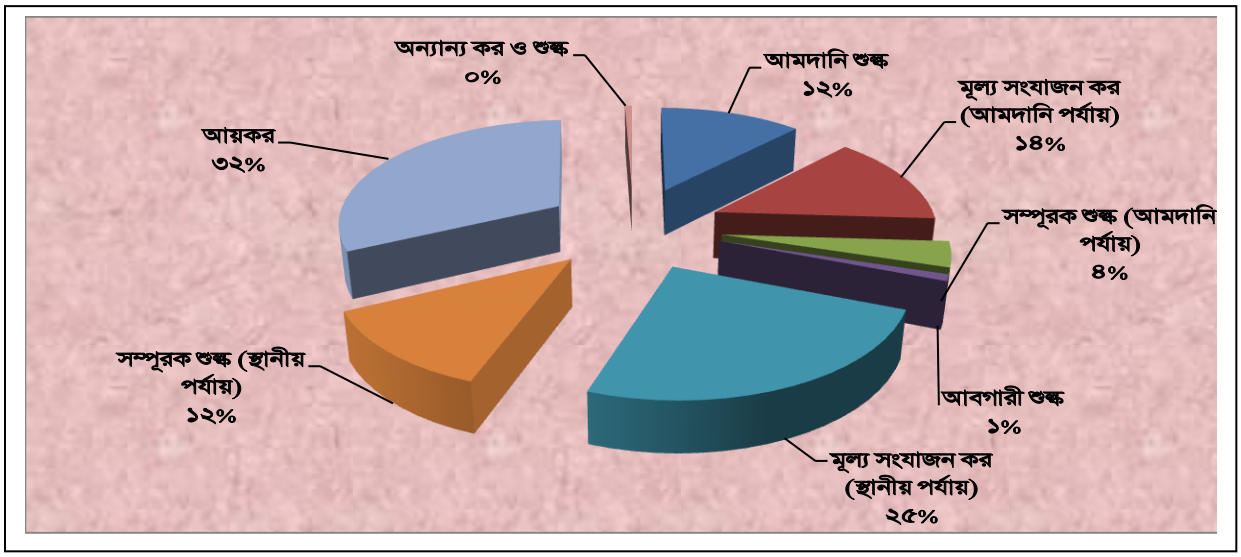

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ব্যয়ের প্রাধিকার নির্ধারণকালে

গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় উৎসাহিতকরণ, বেসরকারি খাত কর্তৃক উৎপাদনশীল খাতে অধিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনের সহায়ক খাতে অধিক সম্পদ ব্যবহার, জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় অব্যাহত রাখা, সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তথা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সহায়ক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থান , জীবন মানের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত নিম্নের সারণি ৪.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	৫৯০৩০	৬৬৮৩৬	৯৩৬০৮	৯৪১৪০	১১০৫২৩	১২৯৮৭৬	১৬১২১৩	১৮৯৩২৬	২১৬১১৫
(ক)রাজস্ব ব্যয়	৩৬৬১৮	৪৫৪১২	৫৬৯৮৯	৬৭১২৫	৭৬৯৩৮	৮৩২৪৩	১০১১০৬	১১০৬৩০	১৩৪৭৮৫
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	১৯৪৭৩	১৭৯১৬	২৪৩৪৯	২৪৭১২	৩০৮২৭	৩৯৪২১	৪৫৫৭১	৫৭৭৫০	৬৫১৪৮
(গ) অন্যান্য ব্যয়	২৯৪০	৩৫০৮	১২২৭০	২৩০৩	২৭৬৮	৭২১৩	১৪৫৩৬	২০৯৪৬	১৬১৮২
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১২.২	১২.২	১৪.৯	১৩.৪	১৩.৯	১৪.২	১৫.৩	১৫.৮	১৬.০
(ক)রাজস্ব ব্যয়	৭.৬	৮.৩	৯.১	৯.৫	৯.৬	৯.১	৯.৬	৯.২	১০.০
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৪.০	৩.৩	৩.৯	৩.৫	৩.৯	৪.৩	৪.৩	৪.৮	৪.৮
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.৬	০.৬	২.০	০.৩	০.৩	০.৮	১.৪	১.৭	১.২

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। *সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন

জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি)পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য হলেও বিগত কয়েক দশকে এডিপির প্রকৃত ব্যয়ের গড় হার নিম্নমুখী। সারণি ৪.৪ তে প্রদত্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সময়ে ব্যয়ের গড় হার সংশোধিত বরাদ্দের ৮৬.৯৮ শতাংশ হয়েছে। এডিপি ব্যবহারে উন্নতির ধারা ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ক্রমান্বয়ে গতি সঞ্চার করে ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৬ শতাংশে উন্নীত হয়।দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে পূর্ববর্তী দশকে এডিপি ব্যয়ের জাতীয় গড়ের চেয়ে উচ্চতর হারে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে।এক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্বেও এডিপি ব্যবহারের গড় হার ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় বেশী হওয়ায় এটি সরকারি খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরেরএপ্রিল, ২০১৪ পর্যন্ত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারের হার ৫৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ে অর্থাৎ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত এ হার ছিল সংশোধিত বরাদ্দের ৫২ শতাংশ।দেখা যাচ্ছে যে, চলতি অর্থবছরেরসংশোধিত এডিপি ব্যবহারের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম হলেও টাকার অংকে ১,২১১.০০ কোটি টাকা বেশী ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। চলতি বছরের এডিপি বাস্তবায়ন নির্বাচন কেন্দ্রিক হানাহানির কারণে বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে প্রত্যাশিত অগ্রগিত না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় টাকার অংকে বেশী সম্পদ ব্যবহারে সক্ষম হওয়ায় অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এডিপি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে।

সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

বছর	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি			
	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের শতকরা হার
২০০৪-০৫	২২০০০	২০৫০০	১৮৭৭১	৯১.৬
২০০৫-০৬	২৪৫০০	২১৫০০	১৯৪৭৩	৯১.০
২০০৬-০৭	২৬০০০	২১৬০০	১৭৯১৭	৮৩.০
২০০৭-০৮	২৬৫০০	২২৫০০	১৮৪৫০	৮৩.৮
২০০৮-০৯	২৫৬০০	২৩০০০	১৯৬৮৮	৮৫.৫
২০০৯-১০	৩০৫০০	২৮৫০০	২৫৯১৭	৯১
২০১০-১১	৩৮৫০০	৩৫৮৮০	৩২৮৫৪	৯২
২০১১-১২	৪৬০০০	৪১০৮০	৩৮০২০	৯৩
২০১২-১৩	৫৫০০০	৫২৩৬৬	৫০০৩৫	৯৬
২০১৩-১৪*	৬৫৮৭২	৬০০০০	৩৩০০০	৫৫

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। * এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানী , পরিবহন খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থসামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের গঠনবিন্যাস দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় (প্রকৃত)-এর খাতওয়ারি গঠন বিন্যাস এবং এডিপিতে প্রধান খাতসমূহেরঅংশ (%)

খাতসমূহ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
কৃষি	৩.৬২	৫.২০	৫.৮৬	৬.৬৪	৬.২৭	৬.০	৬.৬	৬.৩৭	৫.৩৯
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১৪.২৭	১৫.৮৩	১৭.১৪	১৫.০৬	১৬.৬৩	১৪.০	১২.৯৫	১২.৯০	১৩.৫৩
পানি সম্পদ	২.৪৪	৩.২২	২.২৯	৩.৭৩	৪.০৯	৪.০	৩.৫১	৩.৩৪	৩.১৮
শিল্প	২.৪২	১.৬৪	১.২৪	১.৩৪	২.০৯	২.০	১.২৩	২.৪৫	৩.৪২
বিদ্যুৎ	২০.৭৪	১.৬৪	১৩.৮৭	১৩.২৭	১১.৬৭	৮.০	১৪.২৮	১৮.৮৮	১৭.৭২
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৬.০৪	১.৬২	০.৭৪	১.৪০	১.০৭	৫.০	৩.০৫	১.৯৬	৩.২৬
পরিবহন	১২.২৭	১৪.৩০	১৪.৪০	১০.৮৯	১০.১৪	১২.০	১৪.৯২	১৪.১১	১৬.৪০
যোগাযোগ	২.৯৩	২.৮২	২.৭২	১.৫৮	০.৯৩	১.০	০.৮	২.২১	১.৩৭
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৬.০৩	৭.৫৬	৬.৮৬	৭.১১	১১.৪৯	১২.০	৯.৫৩	১০.৫২	৮.৬৪
শিক্ষা ও ধর্ম	১৩.৭০	১৩.৮৩	১৫.৪৮	১৫.৫৬	১৫.৯৯	১৭.০	১৪.৩৯	১২.২৬	১২.৯১
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা	৮.১৭	৯.৫৯	৯.৯৭	১১.৩৪	১০.৭১	৮.০	৯.০১	৭.৮০	৭.০১
অন্যান্য	৭.৩৮	৮.১৯	৯.৪৩	১২.০২	৮.৯১	১১.০	৯.৭৪	৭.১৯	৭.১৪
মোট এডিপি	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। * আইএমইডি হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গত ১০ বছরে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশের মত সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যোগান দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ও হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেবল ২০০৭-০৮,২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১০ এই তিনটি অর্থবছরে ৫০ শতাংশের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপর্যুপরি বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় সিডর ও আইলা পরবর্তী বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ায় উক্ত বছরসমূহের সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান হ্রাস পায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের প্রায় ৫৭ শতাংশ সম্পদের যোগান এসেছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬.৭ শতাংশ হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৩.৮ শতাংশ বরাদ্দ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যোগান দেয়া হয়েছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান দাঁড়িয়েছে ৬৪.৬৬ শতাংশ। বিগত পাঁচ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ও হার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশী হওয়ায় এটিকে নিজস্ব উৎসের উপর অধিক নির্ভরতার ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নেরসারণি ৪.৬ এ এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদানের একটি চিত্র তুলে ধরা হল:

সারণি ৪.৬: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
এডিপি	২০৫০০	২১৫০০	২১৬০০	২২৫০০	২৩০০০	২৮৫০০	৩৫৫৮৮	৪১০০০	৫২৩৩৬	৬০০০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০০৭০	১০৮০০	১১৪৮০	৭৯৭৩	১০০১০	১২০০০	২০৮৫০	২৪৭৯৪	৩৮৬২০	৩৮৮০০
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৪৯.১২	৫০.২৩	৫৩	৩৫	৪৪	৪২	৫৭	৬৬.৭	৭৩.৭৯	৬৪.৬৬

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। উপাত্তসমূহ সংশোধিত বরাদ্দভিত্তিক।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দেয়াই বাজেট প্রণয়নের মূল লক্ষ্য।কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩১ শতাংশ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছে সেখানে সরকারকে বর্ধিত হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট সম্পদ ও আয় হস্তান্তরের অধিকতর ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এতে করে সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা অর্থনীতিতে একদিকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম ক্রয় ক্ষমতা তৈরীর মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে। অপরদিকে এটি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম জীবন ধারণেও সহায়তা করছে। তবে বাংলাদেশে বাজেট ঘাটতির ধারা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ কয়েকটি বছর ব্যতীত বাজেট ঘাটতি জিডিপি-এর ৫ শতাংশ বা তার নিচে রয়েছে। নিম্নের সারণি ৪.৭-এ গত দশকের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হ'লঃ

সারণি ৪.৭: বাজেট ভারসাম্য(Budget Balance)

(জিডিপি-র শতকরা হার) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৩.৪	-৩.২	-৫.৩	-৩.৫	-৩.৯	-৩.৮	-৪.৪	-৪.১	-৪.৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-২.৮	-২.৮	-৪.৬	-২.৮	-৩.৪	-৩.৩	-৪.০	-৩.৭	-৪.০
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন*	১.৫	১.৪	১.৬	১.৫	১.৭	১.১	১.১	১.৪	১.৪
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১.৯	১.৭	২.২	২.০	২.২	২.৭	৩.৩	২.৭	৩.০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। * অনুদানসহ

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এ উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে জুন শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের জুন শেষের তুলনায় ২.০১ শতাংশ হ্রাস পায় এবং একই সময়ে সরকারকর্তৃক ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকেগৃহীত ঋণ ৩.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের (নীট) পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৮২২.১১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.০ শতাংশ (ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে)। পূর্ববর্তী অর্থবছরেও এ হার ছিল জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ ৪৯৩০.৯০ কোটি টাকা। জুন, ২০১৩ শেষে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৬৬৬৬.৬০ কোটি টাকা। একই সময়ে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ ৭৮৮২.৫০ কোটি টাকা ।বিগত এক দশকে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের গৃহীত ঋণের গতিধারা সারণি- ৪.৮ এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে এবংব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ পরিস্থিতি লেখচিত্র ৪.২-এ দেখানো হলো।

সারণি- ৪.৮: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি এর শতকরা অংশ (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬(=৪+৫)	৭
২০০৫-২০০৬	৯৩৫১.৮০	-২৮৯৬.৫০	৬৪৫৫.৩০	৩০৬৭.৮৩	৯৫২৩.১৩	২.০
২০০৬-২০০৭	৯০৫.০০	৩০৯৭.০০	৪০০২.০০	৪৬২৪.১৩	৮৬২৬.১৩	১.৬
২০০৭-২০০৮	৬৬.২০	১০৮০২.৯	১০৮৬৯.১০	৩২৪৩.৬৭	১৪১১২.৭৭	২.২
২০০৮-২০০৯	২৯৫৮.২০	৮৩১৭.৯০	১১২৭৬.১০	৫৮৭৭.৪২	১৭১৫৩.৫২	২.৪
২০০৯-২০১০	-৬৬৩৪.৯০	২৮৪২.০০	-৩৭৯২.৯০	১২৪১৯.৫৭	৮৬২৬.৬৭	১.১
২০১০-২০১১	৯৭২৯.১০	৯৩১৪.৭০	১৯০৪৩.৮০	২০৮৮.৭৫	২১১৩২.৫৫	২.৩
২০১১-২০১২	৬০৩৩.১৫	১২৬২৮.৫৬	১৮৬৬১.৭১	২১৬০.৪০	২০৮২২.১১	২.০
২০১২-২০১৩	-৬৭৭৬.৬	২৩৪৪৩.২০	১৬৬৬৬.৬০	৭৮৮২.৫০	২৪৫৪৯.১০	২.০
২০১৩-১৪*	-১০০২৩.৫০	১৪৯৫৪.৪০	৪৯৩০.৯০	৮২৪২.২০	১৩১৭৩.১০	১.০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; *জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.২: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত ঋণ

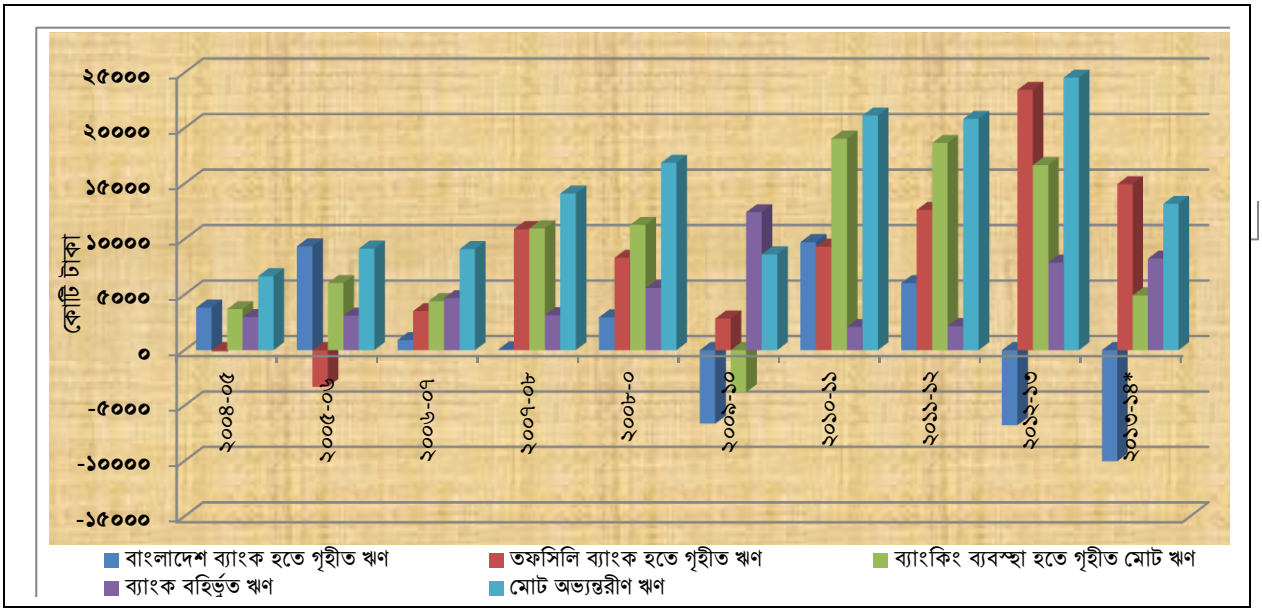

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

অনুদান ও ঋণ এ দু'টি হচ্ছে বৈদেশিক সম্পদের মূল উৎস। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অর্থবছরে অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণের উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। ঋণ গ্রহণের অঙ্ক বৃদ্ধির সাথে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে।বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে গত একদশকের মধ্যে সর্বোচ্চ অঙ্ক নীট বৈদেশিক সম্পদ পাওয়া গেছে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম মাসে উল্লেখযোগ্য অঙ্ক ঋণের প্রবাহ থাকায় বছর শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ নিম্নের সারণি ৪.৯ এ সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ৪.৯: বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪=২+৩	৫	৬	৭=৫+৬	৮=৪-৬	৯=৪-৭
২০০৪-০৫	২৩৪	১২৫৭	১৪৯১	১৮৫	৪৩৪	৬১৯	১০৫৭	৮৭২
২০০৫-০৬	৫০১	১০৬৭	১৫৬৮	১৭৬	৫০২	৬৭৮	১০৬৬	৮৯০
২০০৬-০৭	৫৯০	১০৪০	১৬৩০	১৮২	৫৪০	৭২২	১০৯০	৯০৮
২০০৭-০৮	৬৫৮	১৪০৩	২০৬১	১৮৪	৫৮৬	৭৭০	১৪৭৫	১২৯১
২০০৮-০৯	৬৫৮	১১৮৯	১৮৪৭	২০০	৬৫৫	৮৫৫	১১৯২	৯৯২
২০০৯-১০	৬৩৪	১৫৮৮	২২২২	১৯০	৬৮৫	৮৭৫	১৫৩৭	১৩৪৭
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭	২০০	৭২৯	৯২৯	১০৪৮	৮৪৮
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬	১৯৭	৭৭০	৯৫৭	১৩৫৭	১১৬০
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	১৯৯৫	১৭১৯
২০১৩-১৪*	৩১৮	১৫০৯	১৮২৭	১৪৭.৪০	৬৪০.৪৮	৭৮৭.৮৮	১১৮৬.৫২	১০৩৯.১২

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৪পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.৩: বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ ও অনুদান

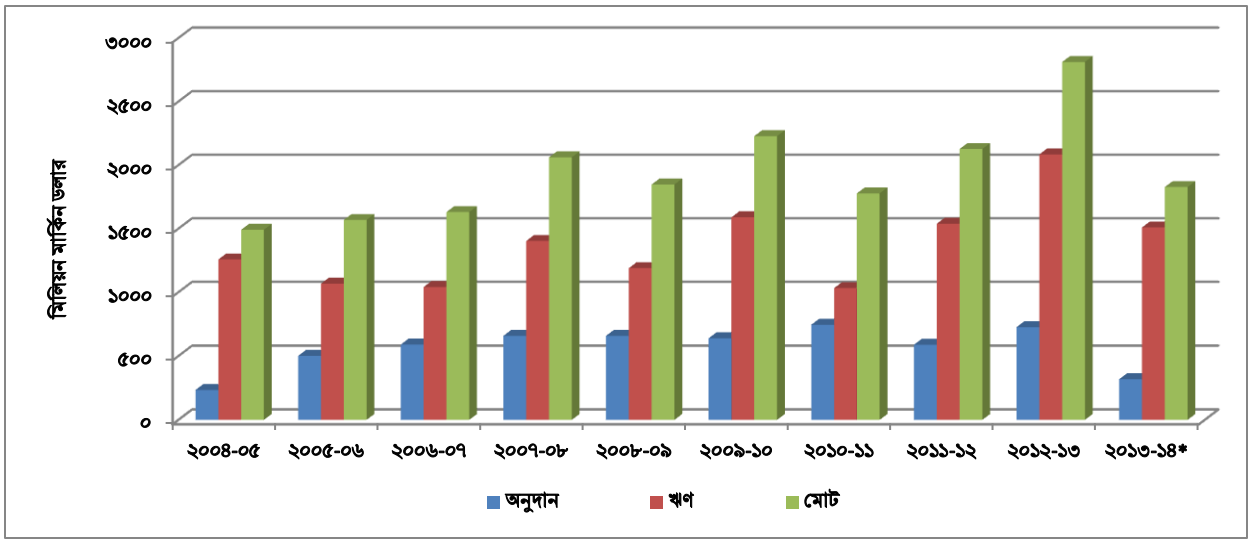

সারণী ৪.১০: এক নজরে বাজেট

বিবরণ	সংশোধিত *২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব	১৫৬৬৭১	১৬৭৪৫৯	১২৮১২৯
করসমূহ	১৩০১৭৮	১৪১২১৯	১০৭৪৫২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	১২৫০০০	১৩৬০৯০	১০৩৩৩২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৫১৭৮	৫১২৯	৪১২১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬৪৯৩	২৬২৪০	২০৬৭৬
বৈদেশিক অনুদান	৫৯৫৬	৬৬৭০	৬৫৭১
মোটঃ	১৬২৬২৭	১৭৪১২৯	১৩৪৭০০
ব্যয়			
অনুন্নয় ব্যয়	১৩৪৭৮৫	১৩৪৪৪৯	১১০৩৮৯
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়এর মধ্যে	১১৫৮৯১	১১৩৪৭১	৯৯২৯৬
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	২৪৮৫৪	২৬০০৩	২২৩০২
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৬৮৬	১৭৪০	১৫৭১
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	১৮৮৯৪	২০৯৭৮	৪৯৩৬
খাদ্য হিসাব	২১৫	২৬৩	৪৩৬-
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	১৫৯৬৭	১৫৫০৪	১৬৯৫৯
কাঠামোগত সমন্বয় ব্যয়	০	০	০
উন্নয়ন ব্যয়	৬৫১৪৮	৭২২৭৫	৫২২৮৫
অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসংস্থান সৃজন এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি	৯১০	১৯৩৪	৫৯৭
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৩০৫৮	৩০১৪	১৪০০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৬০০০০	৬৫৮৭০	৪৯২৯০
এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর কর্মসূচি	১১৮০	১৪৫৭	১২৯৯
মোট ব্যয় :	২১৬১১৫	২২২৪৯১	১৭৩৩৩৯
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)ঃ	- ৫৩৪৮৮	- ৪৮৩৬২	- ৩৮৬৩৯
(জিডিপির শতকরা হার) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	-৪.০	-৩.৬	-৩.২
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	- ৫৯৪৪৪	- ৫৫০৩২	- ৪৫২১০

বিবরণ	সংশোধিত *২০১৩-১৪	বাজেট ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩
(জিডিপির শতকরা হার) (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)	-৪.৪	-৪.১	-৩.৮
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণনীট-	**১২৬১৩**	১৪৩৯৮	**৫৮৩৬**
বৈদেশিক ঋণ	২১০৫৮	২৩৭২৯	১৩৩০৯
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	৮৪৪৫-	৯৩৩১-	৭৪৭৪-
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৪১০৩২**	৩৩৯৬৪	**৩২০৫৫**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	**৩০০৩২**	২৫৯৯৩	**২৬৮৫২**
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	১৬৯৫৫	১৪৩৫৫	২২১৩৪
স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	১৩০৭৭	১১৬৩৮	৪৭১৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	১১০০০	৭৯৭১	৫২০৪
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	৮০০০	৪৯৭১	৮২৪
অন্যান্য	৩০০০	৩০০০	৪৩৮০
মোট অর্থ সংস্থানঃ-	৫৩৬৮৫	৪৮৩৬২	৩৭৮৯১
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ **জিডিপি**	১৩৫০৯২০.৪	১১৮৮৮০০	১১৯৮৯২৩.২

উৎসঃ অর্থ বিভাগ